আমাদের ও বিচারপতি কেএম হাসানের সারল্য

মুনতাসীর মামুন

বিচারপতি কেএম হাসানকে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে সরল লোক। আর এ ধরনের লোকদের নিয়ে বিপদ। সরল বিশ্বাসে এ ধরনের লোক যা পছন্দ করেন তা করেন। আর অন্যরা এর মধ্যে নানা ধরনের অভিসন্ধি খুঁজে পায়। আমি ইতিহাসের ছাত্র, তিনিও। এতে অনেকে মনে করতে পারেন আমি তার পক্ষে বলতেই পারি। না, আসলে তা নয়। বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভিলেন সিইসি আজিজ, জোটের বড় নেতা মান্নান ভূঁইয়াও ইতিহাসের ছাত্র। আমি কি তাদের পক্ষে লিখেছি? অবশ্য, প্রধানমন্ত্রীর মতো, অনেকে এখানে ষড়যন্ত্রের আভাস পেতে পারেন। যিনি নির্বাচন করবেন, যিনি নির্বাচন পরিচালনা করবেন এবং যিনি সার্বিকভাবে দেশ চালাবেন সবাই ইতিহাসের। শুধু তাই নয়, সংসদে শেষ দিন পর্যন্- যিনি জোটকে রক্ষা করবেন সেই স্পিকারও ইতিহাসের ছাত্র। এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা নাকি এক ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র! নিজের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। নাকি বিপদাপন্ন?

বিদেশী এনডিআই পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, আগে কেউ কোন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, বর্তমানে সে কোন পদের যোগ্য হবে না এটি ঠিক নয়। আমি তাদের সঙ্গে একমত। বিরোধী দল বারবার একই কথা বলছে যে, তিনি বিএনপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাতে কী হয়েছে? বিরোধী দলে, কতজন দল ছেড়ে গেছেন, এসেছেন তার হিসাব আছে? এখন সবাই যে যুক্তি দিচ্ছে সেটিই বরং ঠিক। সরকার কেন বিচারপতি হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করতে বদ্ধপরিকর হলেন, সেটিই প্রশ্ন। বিচারপতিদের দুই বছর বয়স বাড়ালে বিচারপতি হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হবেন। সে কারণে, জুডিশিয়াল অ্যাক্ট বদল হল। একজনের জন্য এত পরিবর্তনটাই সবার চোখে পড়ল। কারণ, সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়সসীমা সেই ৫৭-ই রইল। বেচারা বিচারপতি সরকারের অতি আগ্রহের ফাঁদে পড়লেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপির প্রতি আগ্রহ বিচারপতি হাসান কখনও চাপা রাখেননি। তিনি আগ্রহের সঙ্গে তরুণ আইনজীবী হিসেবে দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাকে দলের একটি বিভাগের সম্পাদক করা হয়েছিল। বিচারালয়ে তার কক্ষ তখন নবীন দলের নবীন কর্মীদের প্রায় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ব্যারিস্টার রোকনুদ্দীন মাহমুদের এক বক্তৃতায় জানলাম, বিচারপতি হাসান ওই সময় মুন্সীগঞ্জ থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী সেটি হতে দেননি। পরে, তাকে পুরস্কার হিসেবে রাষ্ট্রদূত ও বিচারকপদে নিয়োগ দেয়া হয়।

বিচারক হিসেবে তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ কেউ তোলেননি। কিন্' বঙ্গবন্ধু মামলায় তিনি ঝামেলায় পড়লেন। এই মামলার একটি বড় গুণ বিচারকরা আসলে কতটুকু বিবেকী তা নির্ধারণে সাহায্য করেছে এবং বিচারক বলতে আমরা যা বুঝি আসলে যে অনেকেই তা নন এই মামলা তা প্রমাণ করেছে। বিচারপতি হাসান বললেন, তিনি এই মামলায় থাকবেন না, তিনি 'অ্যামবারাসড' বা অস্বস্- বোধ করছেন। কারণ হিসেবে তিনি উলেখ করেছেন, বঙ্গবন্ধু খুনিরা তার আত্মীয়। আসলে খুনি, মাস্-ান, লুটেরা এই টাইপের লোকেরা বেশি আছে দুই সামরিক প্রধান সৃষ্ট দুই দলে। এটা অস্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক। জিয়াউর রহমান ও এরশাদ কি বন্দুকের জোরে এসেছিলেন না ভদ্রভাবে? বঙ্গবন্ধুর খুনিরা জিয়ার হয়ে কাজ করেছেন। সুতরাং তাদের রক্ষা করাটা কর্তব্য। যে কাজটি নিপুণভাবে করেছেন একজন মওদুদ আহমেদ। কর্নেল ফারুক বিচারপতি হাসানের স্ত্রীর দূরসম্পর্কের ভাই। তাতে অ্যামবারাসড হওয়ার খুব একটা চান্স ছিল না। কিন্' ওই যে

বললাম, বিচারপতি হাসান সরল লোক। যারা বঙ্গবন্ধুকে খুন করে বিএনপির উপকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি রায় দেবেন কীভাবে? হাইকোর্টের বিচারপতি তো হতে পেরেছিলেন সে কারণে। সুতরাং খুনিদের বিপক্ষে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি অ্যামবারাসড ফিল করেছেন। সরল লোক না হলে কিন্' বিষয়টি চেপে যাওয়া হতো তারপর রায়ের সময় বেকসুর খালাস লিখে দেয়া যেত। কারও কিছু বলার ছিল না। এরকমটি আগেও হয়েছে। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলায় বিচারকরা কড়া কড়া প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমরা তো মহাখুশি। রায়ের দিন দেখা গেল গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়া হল। মানসিকভাবে যে তারা ছিল পাকিপন্থী তা আমাদের মনে হয়নি। এতই সরল ছিলাম আমরা। বিচারপতি হাসান 'লজ্জিত' হয়ে বিএনপির নীতিনির্ধারকদের পরীক্ষায় টিকে গিয়েছিলেন। তারা তাকে তত্ত্বাবধায়ক পদের জন্য মনোনীত করে বিচারকদের বয়সসীমা বাড়িয়ে দিলেন। এতে, সামগ্রিকভাবে সব বিচারক খুশি হয়েছিলেন।

অবসর নেয়ার পর বিরোধীরা সঙ্গত-অসঙ্গত বিভিন্ন কারণে বিচারপতি হাসানের বিরোধিতা করতে লাগল। বিচারপতি হাসান কিন্' কখনও কিছু বলেননি। জাতীয়ভাবে তাকে যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে তাতে অন্য কেউ হলে লজ্জিত বোধ করত। এমএ আজিজ, মওদুদ আহমেদ, লতিফুর রহমান কী সব নাম! অনবরত মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন এরা। কিন্' বিচারপতি হাসানের ব্যাপারটা অন্যরকম। তিনি সরল। তিনি বিএনপি করতেন, সে জন্য বিএনপি সরকার তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান করছে, এটাই তো স্বাভাবিক। বরং, বিরোধীরা কেন এসব প্রশ্ন তুলছে তাই তিনি বুঝতে পারছেন না। বেগম জিয়ার পুত্র যদি কিছু না করেই ক্ষমতাশালী হয় এবং পার্টিপ্রধান হয়, শেখ হাসিনার পুত্র যদি একই কারণে ক্ষমতাশালী হয়ে যদি কখনও পার্টি প্রধান হয় এবং সবাই যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তার ব্যাপারে কেন এত গোলমাল সেটাই বোধগম্য নয়।যে কারণে, কেএম হাসান এসব বাদানুবাদে কান দেননি।

এরই মধ্যে দু'বার তিনি খবরে এসেছেন। সরকার তার বাড়ি সংলগ্ন এক কাঠা জমি তাকে দিয়েছে যার বাজার মূল্য এখন লাখ ত্রিশেকের মতো হবে। আর একবার সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রধান লতিফুর রহমানের সঙ্গে এক হোটেলে মিলিত হয়েছিলেন মামলা সংক্রান্- ব্যাপারে। তবে, দুষ্ট লোকেরা বলছে, লতিফুর থেকে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়েছিলেন। ওই ভদ্রলোকের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রচুর। তাছাড়া সরকার তার পুরস্কারও দিয়েছে। পাঁচবছর বিনা ভাড়ায় রাজকীয় ইমারতে ফুল প্রটেকশন দিয়ে রাখা হয়েছিল লতিফুরকে। তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন ঠিকই কিন্' গত পাঁচ বছর রাস্-ায় বেরুতে পারেননি। আমার মনে হয় এমএ হাসান তার কাজেই সেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে লতিফুরের সঙ্গে দেখা। লতিফুর তার সিনিয়র। হয়তো সিনিয়র থেকে কিছু বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়েছিলেন নিজের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে। আর এটা তো স্বাভাবিক। বিচারপতি হাসান কি যাবেন বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ করতে?

সর্বশেষ যে ঘটনা নিয়ে সংসদেও তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে তাতেও বিচারপতি হাসান বিচলিত বোধ করেননি। কারণ, আমার মনে হয় তিনি তেমন ভেবে-চিন্- কিছু করেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হওয়ার সময় চলে এলো। বিরোধীরা হুমকি দিচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঐশী শক্তি/ ক্ষমতা/সান্-্বনা লাভের জন্য তিনি পীরের দরবারে যেতে পারেন। তার সঙ্গে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এসএমএ ফায়েজ। তিনি বিএনপি-জামায়াত জোটের সমর্থক এটি তিনি কখনও আড়াল করেননি। বিচারপতি তাকে সাথী হিসেবে নিয়ে কি অন্যায় করেছেন তা আমার বোধগম্য নয়। তিনি তো অধ্যাপক ফায়েজকেই সঙ্গে নেবেন, না কি অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বা অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিককে নেবেন? নিলে কি সেটা স্বাভাবিক হতো? কুমিলায় তিনি তো কাউকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন? এমন কোন প্রমাণ নেই। সেখানে তার সঙ্গে দেখা করেছিল তারেক জিয়ার বন্ধু গিয়াস আল মামুনের ভায়রা যিনি বিএনপির দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তা ভায়রা

মহোদয় নির্বাচনে দাঁড়াবেন। ভাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের সঙ্গে তিনি দেখা করবেনই। জেলা বিএনপির সম্পাদকও দেখা করেছেন। হ্যা, বলতে পারেন, বিচারপতি হাসান তাদের চলে যেতে বলতে পারতেন। বলেননি, তাদের সঙ্গ উপভোগ করেছেন। বিএনপির যারা দেখা করেছে তার সঙ্গে তারা তাকে স্বজন ভেবেই দেখা করেছে। অন্য দলের তো কেউ করেননি। বিচারপতির কাছেও স্বাভাবিক মনে হয়েছে। সরলভাবেই স্বাভাবিক জিনিসকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন কিন্', আমরা তার বিরোধিতা করছি। এ সারল্যকে দেখছি আমরা পক্ষপাত হিসেবে। এ ছাড়া অনেক ঘটনা কাকতালীয়ভাবে ঘটেছে। অনেকে বলছেন, বাংলাদেশের সিনেমাতেও এত কাকতালীয় ঘটনা ঘটে না। অনেকে বলছেন, বিচারপতি হাসান কেন এখনও 'অ্যামবারাসড' বোধ করছেন না? তিনি জানেন তার একটি লক্ষ্য আছে, পার্টি তাকে নির্দেশ দিয়েছে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে। এটি তার কর্তব্য, যে যাই বলুক না কেন। তাছাড়া তিনি বিচলিত হবেন কেন? সর্ব জনাব মওদুদ, হুদা, ভূঁইয়া প্রমুখ আছেন কেন? তাকে প্রটেক্ট করার জন্যই তো। তবে, জনাব্-কে একটি কথা বলে রাখি, রাজনৈতিক দল প্রয়োজনে যে কাউকে জবেহ করতে পারে। এতে তাদের কোন বোধ কাজ করে না। একথা অনুভব করলে, আমি মনে করি, জনাব হাসান অনেক আগেই বলতেন, আমি ভদ্র লোকের ছেলে, ভদ্র লোকের মতোই থাকতে চাই। তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হওয়া আমার কর্ম নয়।

বিচারপতি হাসান সরলতা ও পক্ষপাতের সীমারেখা বুঝতে পারছেন না। একথা আমরা বলতে পারি। কিন্' আমরা যদি এ প্রশ্নও করি, আন্দোলন ও পক্ষপাতের পার্থক্য কি বিরোধী দল বুঝতে পারছে? বিরোধী দল ও তাদের সমর্থক শিল্পী-সাহিত্যিকরা তারেক রহমান, মোসাদ্দেক আলী ফালু, মান্নান ভূঁইয়াকে গালাগাল না দিয়ে জল স্পর্শ করেন না। এটিকে তারা আন্দোলনের অংশ মনে করেন। আমরাও এটিকে আন্দোলনের অংশ বলে মনে করি। তা আমাদের অনেক প্রিয় ব্যক্তিত্ব যারা এখন ১৪ দল/আওয়ামী লীগের বা সাংস্কৃতিক জগতের বন্ধু-বান্ধব যাদের আমরা চামচা ও ভালবেসে বড় ভাইয়ের সম্মান দিই তারা হাসিমুখে তারেক-ফালু-ভূঁইয়ার টেলিভিশন স্টুডিওতে গিয়ে দিব্যি অনুষ্ঠান করছেন, সেটি কি? এমনকি আমার প্রিয় বন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের নেতাকেও দেখলাম তারেক জিয়ার টিভির স্টুডিওতে প্রোগ্রাম করতে। না, আমি নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতা মনে করি না। এ সময়ে আমরা সবাই 'মিনিমাম কোলাবরেশন' করব যাতে কেউ বিভ্রান্- না হয়, সেটিই ছিল কাম্য। তারা পাবলিক ফিগার, অনুষ্ঠানে, রাস্-ায় এসব টিভির সাংবাদিক যদি তাদের সাক্ষাৎকার নিত বা তাদের কোন প্যাকেজ প্রোগ্রাম এরা কিনে প্রচার করত, তাহলেও বিষয়টা চোখে লাগত না। কিন্', একেবারে অন্দরে গিয়ে? এটি যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে কেএম হাসানের পছন্দের দল যদি বিএনপি হয় তাতে অস্বাভাবিক কি? অবশ্য, আমার প্রিয় বন্ধু/নেতারা বলতে পারেন, আমরা তো এমনটি ভাবিনি, সরল বিশ্বাসে গেছি। তাহলে কেএম হাসানও সরল বিশ্বাসে কাজ করছেন ভাবতে অসুবিধা কি?

মুনতাসীন মামুন : ইতিহাসবিদ

সৌজন্যঃ যুগান্তর